মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : নারীবাদ ও লৈঙ্গিক চেতনার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণী পাঠ

*ময়ূরাক্ষী নাথ

আলো হাওয়া রৌদ্র সমন্বিত বাস্তব পৃথিবীতে একদল পুরুষ 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' বলে চিরকাল বন্দনা করেছে নারীর । জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অর্ধাংশ হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হিসেবে প্রতিপন্ন করে নারীর অধিকারকে খর্ব করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সুকৌশলে নির্মাণ করেছে নারী-প্রতিমার। এই নারী সেই নারী যে পুষ্টিদান করবে, নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ অনুগামিতায় পুরুষকে অগ্রগামী করে তোলবে আর নিজেকে তুচ্ছ-জ্ঞান করে লতার মতো আজীবন জড়িয়ে থাকবে পুরুষ নামক বৃক্ষের আশ্রয়ে । তাই তো পুরুষই উচ্চারণ করতে পারে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তাহারে রচনা' । আসলে এই 'রচনা' শব্দটির গভীরেই পুরুষতন্ত্রের কলা-কৌশল সমন্বিত হয়ে আছে । ''নারী'' {না(-আ-) রী}- যে শব্দের শুরু না দিয়ে তাকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি তার জীবনও ঠাসা না-র জগৎ দিয়ে যেমন এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই, একা চলতে নেই, উচ্চবাচ্যে কথা বলতে নেই, সবার সম্মুখে কথা বলতে নেই, যতই অর্থনৈতিক স্বক্ষমতা থাকুক তবু মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, পুরুষের মন না যুগিয়ে চলতে নেই, আর বিয়ে হয়ে গেলে তো কথাই নেই সে যেন তখন আর মানুষ বলে গণ্যই হয় না মুহূর্তে হাতের পুতুল হয়ে ওঠে যেন বা ক্ষনিকের মধ্যেই একটি পরিবারের রীতি-নীতি আদব-কায়দা রপ্ত করে নেবে তাতে যদি অল্প মাত্রায় ভুল চুক হয়ে যায় কিংবা নিজের মন ও মত প্রকাশ পায় তবে তার ভাগ্যে জুটে শাশুড়ী-ননদ-জা-য়ের নিন্দা ; এরা কি না সেই নারী যারা ছিলেন অতীতের নববধূ । আসলে তারা হলেন পিতৃতন্ত্রের ধ্বজাধারী নারী।

বেদোত্তর সময় পর্ব থেকে সমাজে নারীর অবস্থানের বিরাট অধঃপতন ঘটে । শিক্ষা, স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ পেতে নারীকে 'হাজার বছর ধরে পথ' অতিক্রান্ত করতে হয়েছে । উনিশ শতকে মেয়েদের লেখালেখির সূচনার মধ্য দিয়ে বিশ শতকে তার ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটিয়ে একুশ শতকে এসে নারী তার

বহুমুখী ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে বিস্তৃত মাত্রায় । এতদিনকার স্থবিরতাকে নারী আপন চেষ্টায় ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বিশ্বায়নের প্রবল গতিকে আত্মসাৎ করে নিয়ে জয় করছে সমগ্র বিশ্বকে

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসানের সাথে সাথে সমাজ হয়ে পড়েছে পুরুষ সর্বস্ব । ফলে এই সমাজে নারী তার আপন সত্তাকে হারিয়ে শুধুমাত্র জীবন্ত মাংস পিণ্ডের শরীর রূপে চিহ্নিত হয়ে ওঠেছে । সেজন্য ভাবতে বাধ্য হতে হয় 'মেয়ে মানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে' । তাই তো ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতিবেদনে আমরা প্রায়ই লক্ষ করি প্রান্তিকায়িত অন্তেবাসী জনের কণ্ঠস্বরের সাথে নারীর স্বর একীভূত হয়ে পড়েছে । কেননা সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থান এক বলে ধরা হত । ফলে শাস্ত্রে উচ্চকূলের নারী ও নিম্নকূলের নারীর মূল্যায়ন হত একইভাবে । এমন কি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান যে কোনো পশু থেকেও নিম্নে ; কেননা সেখানে ভাবা হয় পশু কিনতে পয়সা খরচ হয় স্ত্রী কিনতে হয় না ।

প্রাচীন সাহিত্য গুলির নিবিড় ভাবে পুনঃপাঠ করলে আমরা আবিষ্কার করতে পারি নারীর চিরকালের প্রান্তিকায়িত অন্তেবাসী অপর সত্তার স্বরূপ । তাছাড়া অন্য একটি দিক আমাদের সমক্ষে ফুটে ওঠে তা হল পুরুষ-সর্বস্ব সাহিত্য বিশ্বের সমতুল্যে নারী রচিত সাহিত্যের অভাব । তাই তো কোনো এক পুরুষ কবি বলেছিলেন — 'মেয়েরা কবিতা লিখতে পারে না' । সত্যি কথা, না পারারই কথা । কারণ নারীর জগৎ, ভাষা, কল্পনা গড়ে ওঠে পুরুষ পেষিত সমাজের, সাহিত্যের ঘেরাটোপের মধ্য থেকে । ফলে এর জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে এবং নিজের কথাকে প্রতিষ্ঠা দিতে নারীকে দীর্ঘকালীন লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে । বাংলা সাহিত্যে স্বল্প পরিসরে আবৃত নারী সম্প্রতি 'অর্ধেক মানবী', 'মানস সুন্দরী', 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী' প্রভৃতি অভিধা থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব পরিসর সম্বন্ধে তৎপর হয়ে ওঠেছে কিছু প্রতিবেদনের মাধ্যমে । মল্লিকা সেনগুপ্ত এমনই এক নারী যার কবিতার ছত্রে ছত্রে আমরা পাই পুরুষাধিপত্যবাদকে প্রত্যাহ্বান জানানোর জেহাদ ঘোষণা । তাই তাঁকে অনেকে নারীবাদী কবি হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন । নারীবাদ নিয়ে বাংলায় আগে কিছুই লেখা

হয়নি এমন নয়, আগেও কেউ কেউ লিখেছেন, তবে কবি মল্লিকার মতো এমন যুক্তি সিদ্ধ তীব্রতার সাথে কবিতা আগে রচিত হয়নি এটা দৃঢ় কন্ঠে বলা যায় । সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করে নিতে হয় তাঁর নারীবাদী কবিতাগুলি আগে সার্থক কবিতা হয়ে ওঠেছে । পুরুষ শাষিত সমাজ ও পুরুষতন্ত্র নারী-পুরুষের সমান অধিকারকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে চায়নি । এই না পাওয়ার দাবীই মল্লিকা তাঁর কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন ।

আসলে নারীবাদ মানে কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে নয় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা । পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এতদিনকার অবদমিত প্রস্থান থেকে সব নারীর প্রতিনিধিত্ব করে মল্লিকা তাঁর 'রক্তচিহ্ন' কবিতায় প্রশ্ন তুলেছেন -

"পুরুষ, আমি তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি

… … … … … … …

তবে কেন তুমি আমার দুহাতে শেকল পরিয়ে রেখেছ ?

হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি ?"

('আমি সিন্ধুর মেয়ে', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ৪২)

মল্লিকা সেনগুপ্ত আশির দশকের কবি হলেও সত্তরের একেবারে শেষ পর্যায়ে তাঁর কবিতার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটে । তাঁর কবিতায় পিতৃতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ ঝাড়ালো স্পষ্টতায় পরিবেশিত হয়েছে । 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'(১৯৮৩), 'সোহাগ শর্বরী'(১৯৮৫), 'আমি সিন্ধুর মেয়ে'(১৯৮৮), 'হাঘরে ও দেবদাসী'(১৯৯১), 'অর্ধেক পৃথিবী'(১৯৯৩), 'মেয়েদের অ আ ক খ'(১৯৯৭), 'কথামানবী'(১৯৯৭), 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই'(২০০১), 'দেওয়ালির রাত'(২০০১), 'পুরুষকে লেখা চিঠি'(২০০২), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে'(২০০৫), 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা'(২০০৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন বারবার । চিরকালীনতা থেকে বেরিয়ে এসে চাপিয়ে দেওয়া কল্পিত আদর্শ এবং প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন

পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন কবি মল্লিকা । তাঁর সচেতন মন-মানসিকতা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক-পৌরাণিক নানা কাঠামোতে পুরুষতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন পীড়নে পীড়িত পাণ্ডুর নারীর অজস্র ছবি আবিষ্কার করেছে । এই সমাজ ব্যবস্থাই নারীকে বোরখা পরতে বাধ্য করেছে আবার বেআব্রু করেছেও এই সমাজ । চিরকালীন পিতৃতান্ত্রিক রুদ্ধ দ্বার যুক্ত সমাজের দ্বারা নারী পেষিত নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয় আবার এরাই নারীর সতীত্ব নিয়ে যাচাই করে । ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এরই বিরুদ্ধে মল্লিকা গভীর ক্ষোভের বশে মর্মান্তিক প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর 'আম্রপালী' কবিতায় —

"গণিকালয়, মীনবাজার তৈরি করে কারা ?
প্রতিযুগেই ইন্দ্র কেন উর্বশীর অধীশ্বর হন ?"

('হাঘরে ও দেবদাসী', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ৯০)

আসলে এই আধিপত্যবাদী স্বৈরতন্ত্রী সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতার আসনে একছত্রাধিপতি হয়ে ওঠেন যখন পুরুষ তখন সেখানে নারী হন কেবলই তাদের হাতের তৈরি পুতুল । যে জাতি নারীর চীরহরণ করে সে জাতিই চায় নারীর সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা । আর সেখান থেকে বাঁচার কোনো পথ পায় না নারী । 'আম্রপালী' কবিতার অংশ বিশেষ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

"এস্ত চোখ । লাস্য তার আচ্ছাদিত বিষাদ কালো মেঘ আম্রপালী বাঁচতে চায় ।

… … … … … …

'আম্রপালী পরম নারী নিয়তি তার নগর নটী হওয়া'
আম্রপালী পালিয়ে যায়, পেছনে তার সমাজ তাড়া করে
আম্রপালী বাঁচতে চায়, সমাজ চায় প্রমাণ লোপ হোক ।"

('হাঘরে ও দেবদাসী', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ৯০)

সুদূর অতীত কাল থেকে নারীর কন্ঠস্বরকে উপেক্ষিত করে অবদমিত অনালোকিত কুণ্ডে বিসর্জিত করে সব রকমের অধিকার কেড়ে নিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ । সেজন্যই 'নারী-ডট-কম' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি মল্লিকা লিখেছেন —

"মেয়েটির কাছ থেকে একদিন তোমরা
কেড়ে নিয়েছিলে বেদ পড়বার সুযোগও
তোমরা বললে মেয়েরা শুধুই ঘরণী
মেয়েদের ভাষা, শূদ্রের ভাষা আলাদা ।"

('পুরুষকে লেখা চিঠি', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ৩২২)

তাঁর প্রতিবাদী স্বর একের পর এক কবিতায় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে । 'মেয়েদের অ আ ক খ' কবিতায় এরই আভাস পাওয়া যায় —

"ধর্মের কল পুরুষ নাড়ে / ধর্ম ছুঁড়ে ভীষণ মারে ;
নারীবাদের একুশ শতক / মেয়েরা চায় নিজস্ব হক ;
বিবাহ মানে সারা জীবন / ভাঙাগড়ার অবগাহন ;
ভালবাসার গুপ্তধন / নবজীবন অন্বেষণ ;
যোনি আমার উপনিবেশ / শিব ঠাকুরের আপন দেশ ;"

('মেয়েদের অ আ ক খ', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ১৯৮)

মল্লিকা তাঁর কবিতাকে হাতিয়ার করে চিরাচরিত লৈঙ্গিক অভিজ্ঞানের ধারণাকে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন । তিনি সেখানে ব্যক্তি-নারীর সত্তা নির্মাণের দিকে যেমন উৎসাহী হয়েছেন তেমনি সমষ্টিগত চেতনার দিকটিও তাঁর নজর এড়ায় নি ; আর বলা বাহুল্য সেখানে অবশ্যই নারীর নিজস্ব শারীরিক অভিজ্ঞান বাদ পড়ে নি । 'মা-ভূমি' কবিতার কয়েকটি পংক্তিকে উদাহরণ হিসাবে তুলে আনা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে —

"আঠাশ দিনের মাথায় আমার / রক্ত কলস পূর্ণতা পায় / আঠাশ দিনের মাথায় গাছের / ডগায় ফুটছে রুদ্রপলাশ / এখন আমার সানুদেশ জুড়ে / কুয়াশা জমছে নীরক্ত শ্বেত / মাভূমি গুল্মগর্ভা হবেন ।"

('আমি সিন্ধুর মেয়ে', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ৪০)

'মাভূমি' কবিতাতে যেমন নারী সত্তার নির্মাণ ঘটেছে আর নারীর সমষ্টি চেতনার দিকটিও প্রচ্ছন্ন হয়েছে তেমনি 'আগুন বাহক' কবিতাটিও পেয়েছে এক অনন্য অসাধারণ মাত্রা —

"সুপুরুষ এসেছিল, আসেনি নারীরা / আমি সিন্ধুর মেয়ে, যোদ্ধা ও মানুষ / কালো মেয়েদের পায়ে তামার গগন / এত দীপ্যমান চোখে ঘোড় সওয়ারেরা / গর্ভে অগ্নি ঢেলে দিল, জন্মাল কার্তিক / শুধু বীর যোদ্ধা নন, রক্তের মিশ্রণ / আমার সন্তান স্বামী সহোদর এরা / আমারই গর্ভে হয় নদীমাতৃক ।"

('আমি সিন্ধুর মেয়ে', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ৪১)

এখানেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের নারীচেতনাবাদী পাঠ । যে ইতিহাস এতদিন ছিল 'হিজ স্টোরি'(History) তা-ই মল্লিকার হাত ধরে হয়ে উঠল 'হারস্টোরি' (Herstory) । 'সিন্দু দ্রাবিড়', 'রক্তচিহ্ন', 'কন্যা', 'স্বয়ংবরা মাটি', 'তস্কর পালান', 'অশ্বমেধ', 'বাতাসের ছেলে' প্রভৃতি কবিতাতে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ করি । অধ্যাপক ও তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের উক্তি এখানে প্রণীধান যোগ্য —

> "কোনো সংশয় নেই যে মল্লিকা অভিযোগের তর্জনি তুলে ধরেছেন পূর্বমাতৃকাদের পক্ষ থেকে, আবহমান কাল ধরে উপেক্ষিত অন্তেবাসী নারী সমাজের পক্ষ থেকেও । 'আমরা' থেকে 'আমার' বা 'আমি'তে পৌঁছানোর স্বরায়নে দ্যোতিত হয়েছে হাজার বছর ধরে সূর্যহীন নিরালোকে পথ-হাঁটা নারী সমাজের প্রতিকারহীন যন্ত্রণার যৌথ অভিব্যক্তি । অসূর্যম্পশ্যা নারীদের কন্ঠস্বরও তো রুদ্ধ ও অবনমিত ছিল এতদিন । এবার তাদের সবার হয়ে মল্লিকা লিখেছেন ঠুলি-পরানো চোখ আর শেকল-পরানো হাতের দ্রোহকথা ।"[১]

এমনকি মল্লিকা 'মার্কস' ও 'ফ্রয়েড'কে সরাসরি তাঁর কবিতার মাধ্যমে আক্রমণ করেছেন । 'আপনি বলুন, মার্কস' কবিতার দিকে লক্ষ করলে জানা যায় কবি মল্লিকা সেখানে লিখেছেন —

"কখনও বিপ্লব হলে
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন আলো-পৃথিবীর সেই দেশে
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে ?"

('অর্ধেক পৃথিবী', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ১১৫)

আবার 'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি' কবিতাতেও কবি পুরুষতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতদৃষ্ট ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে লিঙ্গ রাজনীতির মুখোশকে বেআব্রু করেছেন সরাসরি —

"পুরুষের দেহে এক বাড়তি প্রত্যঙ্গ
দিয়েছে শাশ্বত শক্তি, পৃথিবীর মালিকানা তাকে
ফ্রয়েড বাবুর মতে ওটি নেই বলে নারী হীন্যমন্য থাকে
পায়ের তলায় থেকে ঈর্ষা করে পৌরুষের প্রতি ।"

('অর্ধেক পৃথিবী', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ১৪০)

কবিতার ধাপে ধাপে ইতিহাস ও সমকালের মেল বন্ধনে কবি মল্লিকা সাংস্কৃতিক রাজনীতির লৈঙ্গিক অভিজ্ঞানের পর্দাকে তুলে ধরে তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন । সমালোচক পরিমল চক্রবর্তী মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন —

> "তাঁর কবিতায় প্রধান বিষয় নারীশক্তির জাগরণ নয়, নারীসত্তার নিপীড়িত অস্তিত্বের উন্মোচন পুরুষ প্রধান সমাজে, সমাজের শাসনেই, যে নারী জীবন সঙ্গিনীর ছদ্মবেশে পুরুষের নিছক লালসার ইন্ধন, নেহাতই ভোগ্যা, সেই নারীর সত্তার যথার্থ স্বরূপটি তিনি উন্মোচিত করতে চান অবচেতনার স্তরে নেমে গিয়ে । এইজন্যই তাঁর কবিতার বুকে কান

পাতলে অনেক সময়েই শোনা যায় একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস, একটা গভীর ক্ষোভের মৃদু গর্জন ।"[২]

নারীবাদী কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একেবারে ঘরের কোণার কথাকে তাঁর কলমের আঁচড়ে প্রস্ফুটিত করেছেন । পুঁজিবাদী শোষণের করাল গ্রাস নারী সমাজকে কীভাবে মুহ্যমান করেছে তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নারীর কর্তব্য হিসেবে ধার্য করা গৃহস্থলীর শ্রমকে মর্যাদা দেওয়া হয় না কেননা এর কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই । একজন গৃহবধূ (House Wife) ভোর থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত একনাগাড়ে ঘরের যাবতীয় কাজ করলেও তাকে শুনতে হয় 'তিনি কিছু করেন না, তিনি গৃহবধূ' । কবি মল্লিকা বুঝতে পেরেছেন এই শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রতিবাদী কার্ল মার্কসও সেই পিতৃতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার পক্ষপাতের উত্তরসূরি । সেজন্যই তিনি তাঁর 'আপনি বলুন, মার্কস' কবিতায় কার্ল মার্কসকে বিচারপতির আসনে বসিয়ে বলেছেন — "আপনি বলুন মার্কস, কে শ্রমিক, কে শ্রমিক নয় / নতুনযন্ত্রের যারা মাসমাইনের কারিগর / শুধু তারা শ্রম করে! / শিল্পযুগ যাকে বস্তি উপহার দিল / সেই শ্রমিকগৃহিণী / প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায় / হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে রাত হলে / ছেলেকে পিট্টি দিয়ে বসে বসে কাঁদে / সেও কি শ্রমিক নয় ! / আপনি বলুন, মার্কস, শ্রম কাকে বলে ! / গৃহশ্রমে মজুরী হয়না বলে মেয়েগুলি শুধু / ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে / আর কমরেড শুধু যার হাতে কাস্তে হাতুড়ি ! / আপনাকে মানায় না এই অবিচার", ('অর্ধেক পৃথিবী', 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', পৃ: ১১৫) । মল্লিকা তাই বলা যায় কবি মল্লিকা তাঁর কবিতার অস্তি মজ্জায় শুধুমাত্র নারীর ব্যক্তি স্বরকে প্রকাশিত করেন নি, তাকে করেছেন সমষ্টি স্বরের মিছিল গাঁথা । এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের আরেকটি উক্তি উল্লেখ করে আমাদের আলোচনার আপাত ইতি টানতে পারি —

"পুরুষতন্ত্র নারী-অভিজ্ঞতার যে বিস্তীর্ণ ভূগোলকে চিরদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণ মহাদেশ করে রেখেছে, পারাপারহীন সেই নৈঃশব্দ্য মন্থন করেই মল্লিকার সোচ্চার আবির্ভাব ।

তাঁর আবির্ভাব তিমিরবিনাশী সূর্যালোকের মতো, তাই তা অনভ্যস্ত ও অপ্রস্তুত চোখ ধাঁধিয়ে দেয় স্পষ্টতা ও তীব্রতার অভিসারে ।"[৩]

তথ্যসূত্র :

১ ।'নারী চেতনা : মননে ও সাহিত্যে', তপোধীর ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনি, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৭, পৃ: ১৯৯ ।

২ ।'বাংলা কাব্যধারা : নারী মনীষা', পরিমল চক্রবর্তী, প্যাপিরাস, কলকাতা — ৪, প্রথম প্রকাশ : ২০০৪, পৃ: ৩৪০ ।

৩ । 'নারীচেতনা : মননে ও সাহিত্যে', প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯২ ।

আকর গ্রন্থ :

❖ 'কবিতা সমগ্র : মল্লিকা সেনগুপ্ত', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ - মার্চ ২০১২ ।

*গবেষিকা,বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়